biswa bangla
where the world meets bengal

# DOLLS OF BENGAL

# বাংলার পুতুল

biswa bangla
where the world meets bengal

# DOLLS OF BENGAL

# বাংলার পুতুল

An initiative of the Department of MSME & Textiles, Government of West Bengal

© Biswa Bangla, October 2015

An initiative of the Department of MSME &
Textiles, Government of West Bengal

# Biswa Bangla: making a world of difference

**A Biswa Bangla showroom at Dakshinapan, Kolkata**

**BISWA BANGLA** is a single umbrella organization showcasing, reviving and promoting the handloom and handicraft products of West Bengal. It is an initiative to address the issues that impact our heritage and the livelihoods of thousands of traditional craftsmen and weavers by improving the visibility and growth of the handloom and handicrafts sector and directly benefiting the weavers and artisans.

So, we brought in a range of experiences that shaped Bengal and would stay with us in the years to come. We brought together its handlooms and handicrafts, its sweets and sauces, its varieties of rice and honey, its cheeses and cakes, its music and books, its painters and film makers...

This collection of dolls, which will be available at our showrooms, is another example of our continuation of this philosophy of telling the story of Bengal – a story of how we are connected in big and small ways.

So, when someone shops at a Biswa Bangla showroom, they not only hold a piece of Bengal in their hands, but also reach out to make the lives of thousands of our weavers and craftsmen a little better. Because we have made a pledge that every penny that we make goes back to them as an appreciation of the wonderful things they create and the joy that they give us.

# DOLLS OF BENGAL

**BENGAL** has a rich and ancient heritage of dolls. From the agricultural society of Mehergarh to the urban civilization of Sindhu valley, the peculiar feminine models of fired clay, discovered from excavations or by chance, from various corners of Bengal, are a standing testimony to the craft of doll-making.

Dolls have been customarily crafted by women from the potter communities. Apart from fired clay dolls, statues of deities are also made from rice powder soaked in water. During the festival of Kali Puja, the worship of Lakshmi-Alakshmi requires an unsightly model of Alakshmi to be made from cow dung. Various figures of deities crafted by the painter-patuas are also used in households during festivals.

Besides their religious importance, dolls have been made for children too. This is evident from discoveries made from excavations in the Sindhu Valley. These fired clay dolls are the descendants of India's ancient terracotta art. Potter communities nestling around these excavation sites still manufacture such dolls.

In addition to clay, artisans also create colourful dolls made of wood, metal, sponge wood, palm leaf, jute, etc. Urbanization has slowed down the pace of doll-making, but it has not been able to bring it to a halt. From fair-grounds to modern showrooms, the year-round bustle is enough to warm the hearts of these artisans. Their meagre income might not be sufficient for sustenance, but these craftsmen hold up to the art, out of sheer dedication and love.

# বাংলার পুতুল

বাংলার পুতুলের এক সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। আমাদের আদিম প্রপিতামহদের যাদুবিশ্বাস সঞ্জাত ধর্মধারার সঙ্গে ছিল এর নিবিড় যোগাযোগ। মেহেরগড়ের কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকে সিন্ধু উপত্যকার নগরসভ্যতা পেরিয়ে বাংলার নানা স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন বা হঠাৎ আবিষ্কারে পাওয়া পোড়ামাটির বিশেষ ধরনের নারীমূর্তি যার অন্যতম উদাহরণ। উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারার প্রতীক এই নারীমূর্তি যুগের সীমা অতিক্রম করে আজও সমানভাবে প্রবহমান। স্থানীয় কুম্ভকার সমাজের প্রধানত মহিলা শিল্পীরাই এদের রূপকার। পোড়ামাটির পুতুল ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন ব্রতে আতপচালের গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে তা দিয়েও কাঙ্খিত দেব–দেবীর মূর্তি গড়া হয়। কালীপুজোর দিন লক্ষ্মী–অলক্ষ্মী পুজো উপলক্ষ্যে গোবর দিয়ে তৈরি হয় কুদর্শনা অলক্ষ্মীর পুতুল। অন্যদিকে কুম্ভকার বা চিত্রকর – পটুয়ারা তৈরি করেন নানা দেবদেবীর মনুষ্যাকৃতির অবয়ব যা ব্যবহৃত হয় গৃহস্থের বারো মাসে তেরো পার্বণে।

ধর্মীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করা ছাড়াও শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যও বহুকাল আগে থেকেই নানা ধরনের পুতুল তৈরি হত যার নিদর্শন পাওয়া যায় সিন্ধু উপত্যকায় খননকার্যে পাওয়া প্রত্নবস্তুগুলো থেকে। যারও একটা ধারাবাহিকতা আজও বাংলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। পোড়ামাটির এই খেলনা–পুতুলগুলো কালাতীত টেরোকোটার – এক অনন্য নিদর্শন। এইসব প্রত্নক্ষেত্রগুলোর কাছাকাছি বসবাসকারী কুম্ভকার সমপ্রদায় একই ধরনের পুতুল নির্মাণ করে থাকেন।

বঙ্গসংস্কৃতির অমূল্য রত্নরাজি পুতুল। মাটি ছাড়া কাঠ, ধাতু, শোলা, তালপাতা, পাট ইত্যাদি নানা উপকরণ দিয়ে চিত্রবিচিত্র পুতুল তৈরি করেন শিল্পীরা। নগরায়ণের ফলে তাদের গতি কিছুটা রুদ্ধ হলেও থেমে যায়নি একেবারে। মেলার মাঠ থেকে শহরের আধুনিক বিপণিতে রয়েছে আনাগোনা। সারা বছর গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ মনের আনন্দে এদের তৈরি করেন। সংসারের ব্যয় হয়তো নির্বাহ হয় না, কিন্তু নেশার আকর্ষণেই হয়তো এদের তৈরি করেন।

# Clay Dolls

The clay dolls of Bengal have great variety. Dolls made of soft clay and fired-clay are available all over West Bengal. Each of these dolls are made differently. First, a basic hand-pressed structure is made with loam. The hands are symbolic and the female parts more prominent. The ornamentation is done with mud or straw. A few of the dolls have a bun on the top or back of the head. Most of the time, a number of kids are attached to the arms or all over the body. These dolls are locally named as Shasthi Dolls. These soft clay dolls are sun dried, baked and painted in different hues. Azo dyes have replaced herbal colours but they still retain their folk look. Human figures, birds and animals are the primary themes along with a variety of elephants and horses.

Traditionally, potters have used the wheel and the firing kiln to make dolls, like the potters from Kanthalia (Murshidabad), Kunoor (North Dinajpur), Panchmura (Bankura), and Sandra in Rajgram. With the advent of technology and changing lifestyles, doll making is also undergoing changes. Moulds have replaced the use of the potter's wheel because it speeds up the process. The body is shaped in the mould and the hands and legs are joined to it later. The dolls of Jhulan and the ones for the Janmasthami festival are all made this way. Two-faced moulds are used to make Queen or Fairy dolls in many areas of Howrah. Dolls representing deities are also manufactured with such moulds. The painter-patua community also make clay dolls.

# মাটির পুতুল

বিষয় ও বৈচিত্র্যে বাংলার মাটির পুতুল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কাঁচামাটি ও পোড়ামাটি এই দু'ধরনের পুতুল সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই পাওয়া যায়। এই দু'ধরনের পুতুলেরই নির্মাণ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয়। প্রথমে কাদামাটির তাল থেকে হাতে টিপে পুতুলের একটা অবয়ব তৈরি করে তাতে ছোট মাটির টিপ দিয়ে চোখের মণি করা হয়। এদের হাত হয় প্রতীকি। স্ত্রী অঙ্গ প্রকটিত। এবং মাটি বা কাঠি দিয়ে হয় অলং করণ। কোথাও কোথাও পুতুলের গোলাকার মাথায় পিছনে বা ওপরে চুড়োর মতো খোঁপা বেঁধে দেওয়া হয়। অনেক সময় এই পুতুলগুলোর দুবাহু বা সারা দেহে বাচ্ছা আটকে দেওয়া হয়। স্থানীয়ভাবে এগুলোর নাম ষষ্ঠী পুতুল। কাঁচামাটির এই পুতুলগুলো রোদে সামান্য শুকিয়ে তার ওপর লাগানো হয় বনক রং। এরপর ভাটিতে পোড়ানো হয়। এইভাবে পোড়ানোর পর নানা রং দিয়ে পুতুলটিকে রাঙানো হয়। এককালে ভেষজ রং ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে বাজারি রঙের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনুষ্যাকৃতি ছাড়াও পশুপাখি বিশেষ করে নানা ধরনের হাতি ও ঘোড়া নির্মাণ করা হয়।

মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বা অন্যভাবে বলতে গেলে প্রযুক্তিগত বিদ্যা আয়ত্তকরণের ফলে এই পুতুল নির্মাণ পদ্ধতিতেও পরিবর্তন হয়েছে। কাঁচামাটির পুতুল থেকে তাকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য যেমন পোড়ানোর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি আবিস্কার হয়েছে চাকের। এই চাকের সাহায্যে যেমন সংসারের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু নির্মাণ করা হয়, তেমনি পুতুল নির্মাণেও এই চাককে কাজে লাগানো হয়েছে। পুতুলের দেহের অংশটি চাকে গড়ে নিয়ে তার হাত, চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি হাতের সাহায্যে তৈরি করতে শুরু করেন শিল্পীরা। এইভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁঠালিয়া, উত্তর দিনাজপুরের কুনুর, বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া, স্যান্দড়া, রাজগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের কুম্ভকাররা বিচিত্র সব পুতুল তৈরি করেন। কাঁচামাটি বা পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া, ষষ্ঠীপুতুল, টুসু, ভাদু, নানা দেবদেবীর মূর্তি মানত পূরণ বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রয়োজনেই প্রধানত ব্যবহার করা হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ছাঁচের ব্যবহার। এর ফলে অল্প সময়ে বেশি করে পুতুল তৈরি করা যায়। ছাঁচের মাধ্যমে দেহের আদলটি গড়ে নিয়ে বাকি অংশ হাত দিয়ে তৈরি করেন শিল্পী। কুম্ভকার পরিবারের মহিলারাই এই ছাঁচের ছোট ছোট বা মাঝারি সাইজের পুতুল তৈরি করেন। ঝুলন বা জন্মাষ্টমীর যেসব পুতুল পাওয়া যায় তা এই পদ্ধতিতেই তৈরি করা হয়। হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দুখোল ছাঁচে তৈরি হয় রানি পুতুল বা পরি পুতুল। এ ছাড়া বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিও এই ছাঁচের মাধ্যমে তৈরি হয়। কুম্ভকার ছাড়াও চিত্রকর–পটুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ এই মাটির পুতুল তৈরি করেন।

# Dolls of Jhulan, North 24 Parganas

These dolls were earlier manufactured in the Kumortuli and Potuapara areas of Kalighat, Kolkata. Though not much in demand now, they are still made by the female members of potter families living in Ultadanga's Dakshin Dari, Nimta, Kumortuli and nearby areas. After an initial shape is made in moulds, these dolls are given a beautiful hand-pressed finish and then painted. Everyday characters and scenes like the balloon-seller, postman, policeman, soldier, ice cream seller, park, kitchen, fetching water from the tube-well go hand in hand with mythological themes like Taraka killing, Ravana, Radha-Krishna, Shiva-Parvati, etc. The range of Jhulan dolls by Arati Pal, from Belgharia's Nimta is worth mentioning in this context.

# ঝুলনের পুতুল, উত্তর ২৪ পরগণা

কলকাতার কুমোরটুলি, কালীঘাটের পটুয়া পাড়া ও আশপাশের অঞ্চলে একসময় এই পুতুল অনেক  তৈরি হত । বর্তমানে এর চাহিদা কমে এলেও উল্টোডাঙার দক্ষিণদাঁড়ি, নিমতা, কুমোরটুলি ইত্যাদি জায়গায় কুম্ভকার পরিবারের মহিলারাই এই পুতুল নির্মাণ করে থাকেন । এইসব পুতুলের আকৃতি খুব একটা বড় হয় না । প্রাথমিকভাবে ছাঁচে তৈরির পর হাতের কৌশলে একে সুন্দরভাবে রূপদান করা হয় । শেষে দেওয়া হয় রঙের প্রলেপ । দৈনন্দিন জীবনের নানা দৃশ্য যেমন আইসক্রিমওয়ালা, বেলুনওয়ালা, ডাকপিওন, পুলিশ, সৈনিক, পার্কের দৃশ্য, রান্নাঘর, টিউবওয়েল থেকে জল নেওয়া ইত্যাদির পাশাপাশি তাড়কাবধ, রাবণ, রাধাকৃষ্ণ, শিব–পার্বতীর মতো পৌরাণিক চরিত্রও তৈরি হয় । বেলঘড়িয়ার নিমতার আরতি পালের ঝুলনের পুতুলগুলো এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

# Terracotta Dolls, Panchmura

Bankura's Panchmura earned its fame through the fired-clay models of horses and elephants. It was meant to be used during making-wish-ceremonies, but nowadays it has become an item for interior decoration. For logistical purposes, the parts of the dolls, including the ears and tails, are detachable. They are extensively decorated to attract customers.

Apart from the horse and the elephant, the traditional Shasthi dolls, Rail dolls, Manasaghat, Manasachali, Bonga dolls are also part of the dolls from Panchmura. Artisans periodically introduce new models.

# টেরাকোটার পুতুল, পাঁচমুড়া

বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার খ্যাতি পোড়ামাটির হাতি–ঘোড়ার জন্য । একসময় মানতের জন্য এগুলি তৈরি হলেও বর্তমানে ঘর সাজানোর জন্যই ব্যবহৃত হয় । এই হাতিঘোড়া বিপনণের সুবিধার জন্য নিরেট করা হয় না। এদের কান ও লেজগুলোও পরে আলাদাভাবে লাগাবার ব্যবস্থা আছে । মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এগুলিকে অত্যাধিক  অলংকরণ করা হয় ।

হাতি–ঘোড়ার পাশাপাশি পাঁচমুড়ায় সাবেকি ষষ্ঠী পুতুল, রেল পুতুল, মনসাঘট, মনসাচালি, বোঙা পুতুল ইত্যাদি তৈরি হয় । এ ছাড়া ইদানীং নানা আধুনিক মডেলও শিল্পীরা তৈরি করছেন ।

# Dolls of Jhulan, Kalighat

During the 19th century, the Patuas (scroll painters) began migrating to the Kalighat area in Kolkata for a better livelihood. Apart from the famous Kalighat patachitra, the female members of the regional chitrakar (painter) families made tiny and colourful soft clay dolls. Though they are not available round the year, these clay dolls of various shapes are quite common during the festivals of Janamasthami and Jhulan. Mythological themes and characters like the killing of Kansa, Krishnaleela, the death of Bakasura, Yashodha and Krishna along with contemporary characters such as the balloon seller, phuchka seller and soldiers are made too. These dolls are made by Badan Pal and the women of his family.

# ঝুলনের পুতুল, কালীঘাট

উনিশ শতক থেকে কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে পটুয়াদের বসতি গড়ে ওঠে । কালীঘাটের বিখ্যাত পটচিত্র ছাড়াও এই অঞ্চলে চিত্রকর পরিবারের মহিলারা ছোটো ছোটো কাঁচামাটির রঙিন পুতুল তৈরি করতেন । বর্তমানে সারাবছর এই পুতুল না পাওয়া গেলেও ঝুলন আর জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এখনও নানাধরনের ছাঁচে তৈরি মাটির পুতুল হয় । পৌরাণিক নানা চরিত্র যেমন কংসবধ, কৃষ্ণলীলা, বাসুকী, বকাসুর বধ, যশোধা ও কৃষ্ণ ইত্যাদির পাশাপাশি বেলুনওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, সৈনিক প্রভৃতি নানা পুতুল তৈরি হয় । পুতুলগুলির নির্মাতা বদন পাল ও তার পরিবারের মহিলা শিল্পীরা ।

# Hingul Dolls, Bishnupur

Hingli dolls are named after 'Hingul', a particular kind of red tint in which these dolls are painted. They are exclusively made by women belonging to the family of Shital Faujdar, an artist from Bankura's Bishnupur, specializing in Dasavatar cards and Durgapata. These finger-sized dolls made from soft clay are interesting to look at. Dressed in frocks, some of these dolls also wear a cap. The soft clay dolls are sun-dried and dyed with herbal colours. They are mostly sold during the Durga Puja, Jitasthami and Tusu festivals.

# হিঙ্গুল বা হিঙুল পুতুল, বিষ্ণুপুর

হিঙ্গুল হল এক বিশেষ ধরনের লাল রং । পুতুলগুলো হিঙ্গুল রঙে রাঙানো হয় বলে এর নাম হিঙ্গুল পুতুল । বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস ও দুর্গাপটের শিল্পী শীতল ফৌজদারের পরিবারের মহিলারা এই পুতুলটি তৈরি করেন । এক আঙুল সমান ক্ষুদ্রাকৃতির কাঁচামাটির হিঙ্গুল পুতুলগুলো দেখতে খুবই সুন্দর । নানা রং–এর ফ্রক পরা এই পুতুলরে কারো মাথা

# Jo Dolls, Medinipur

The womenfolk of the patua-painter community make these unique clay dolls. The mother and child duo is one remarkable specimen in a series of colourful hand-pressed dolls. The art is confined among the women patuas of East and West Midnapore. The figure is carved from soft clay. The model is then sundried and fired. Finally the dolls are painted with home-made herbal colours. Ready-made chemical colours are also used these days. The distinctiveness of these dolls lies in the primitive look which is quite evident in the face of the mother doll that resembles the Garuda (aagle). Phooljaan Chitrakar of West Midnapore district is an accomplished creator of these dolls.

# জো পুতুল, মেদিনীপুর

পটুয়া–চিত্রকর পরিবারের মহিলারা এই বিশেষ ধরনের মাটির পুতুল তৈরি করেন । হাতে টেপা বহুবর্ণের এই পুতুলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মা ও ছেলে । বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পটুয়া মহিলারাই এই জো পুতুল নির্মাণ করেন । একখন্ড কাদামটির তাল থেকে মাটির অবয়বটি গড়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে পোড়ানো হয় । এরপর ভেষজ রং দিয়ে পুতুলটিকে রাঙানো হয় । বর্তমানে অবশ্য বাজারি রঙও ব্যবহৃত হচ্ছে । জো পুতুলের মায়ের মুখটির গড়ন অনেকটা গোড়ুর পাখির মতো অর্থাৎ এক ধরনের আদিমতার ধারা এই পুতুলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় । পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোলগ্রামের বাসিন্দা ফুলজান চিত্রকর এই জো পুতুলগুলির শিল্পী ।

# Kanthalia Dolls, Murshidabad

The potter community of Kanthalia in Murshidabad create a special kind of dolls where mundane household situations are depicted. A woman pounding pulse in a grindstone, a lady tying up her companion's hair, a milkmaid, an oil massage given to a baby, horsemen and elephants – these are all popular themes of Kanthalia dolls. First, a model is made by hand and then sweltered. Next a layer of mica and chalk dust is smeared on it. The facial features and decorations are done with red and black colours. These dolls stand out for their striped designs. Sadhan Pal with his family are the only craftsman making Kanthalia Dolls.

# কাঁঠালিয়ার পুতুল, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁঠালিয়ার কুম্ভকার সম্প্রদায় এক বিশেষ ধরনের পুতুল তৈরি করেন। দৈনন্দিন গ্রামীণ জীবনের অন্দরমহলের দৃশ্যই এইসব পুতুলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। যেমন জাঁতা পেশাইরত মহিলা, ঢেঁকিতে ধান ভানা, দু'জন মহিলার চুল বাঁধা, গয়লানি, শিশুকে তেল মালিশ করা ইত্যাদি। এর সঙ্গে হাতি বা ঘোড়ার পিঠে চড়া মানুষ প্রভৃতিও দেখা যায়। মূলত হাতে এবং চাকে এইসব পুতুলের প্রাথমিক অবয়ব গড়ে নেওয়া হয়। পোড়ানোর পর খড়িমাটির সঙ্গে অভ্র মিশিয়ে পুতুলের সারা গায়ে তার প্রলেপ দেওয়া হয়। লাল ও কালো রং দিয়ে পুতুলের চোখ, নাক, মুখ সহ অলংকরণ করা হয়। ডোরাকাটা অলংকরণ এই পুতুলের বিশেষ বৈষিষ্ট্য। সাধন পাল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাই বর্তমানে এই পুতুলগুলো তৈরি করেন।

# Queen Dolls, Howrah

Once upon a time, the Queen dolls of Howrah were immensely popular. The structure is prepared in a two-faced mould and then fired. These dolls do not have legs and are clad in a *ghaghra* (long skirts). The curls on the head are crowned at times. Some of these dolls are coloured with red paint mixed with mica.

# রানি পুতুল, হাওড়া

হাওড়া জেলায় এ পুতুলের চল একসময় খুব বেশি ছিল। দু'খোল ছাঁচে পুতুলটির অবয়ব গড়ে নিয়ে পোড়ানো হয়। এই পুতুলটির পা থাকে না। কোমর থেকে বাকি অংশ থাকে ঘাঘড়া ঢাকা। মাথায় কোঁচকানো চুল। কোথাও আবার মুকুটও পরানো হয়। এ পুতুলের গায়ে কেউ কেউ অভ্র মেশানো লাল রঙও দিয়ে থাকেন। এই পুতুলের শিল্পী দিবাকর পাল।

# Nodding Dolls, North 24 Parganas

These dolls, made from soft or fired clay, have the heads and other body parts attached with the help of springs. The commonest of these figures is that of an old man with a beard, smoking a cigarette. In a few cases, the cigarette is substituted with a hookah. These nodding dolls, widely available in the fairs, can be both small and big in size. These head-wiggling dolls are designed by Arati Pal.

# ঘাড় নাড়া পুতুল, উত্তর ২৪ পরগণা

কাঁচামাটি বা পোড়ামাটির তৈরি এই পুতুলের মাথা ও দেহের বাকি অংশ স্প্রিং দিয়ে জোড়া হয়। এদের হাত ও পা দু'টি থাকে শরীরের সঙ্গে লাগানো। সাধারণত এই পুতুলটি সিগারেট মুখে নেওয়া দাড়িওয়ালা বুড়ো মানুষের প্রতিকৃতি। অনেক সময় হুঁকো সেবনরত বুড়োও শিল্পীরা তৈরি করেন। এই পুতুল ছোট এবং বড় দু'ধরনের হয়। ঘাড় নাড়া এই পুতুলগুলো অধিকাংশ মেলায় দেখতে পাওয়া যায়। এই পুতুলটির নির্মাতা আরতি পাল।

# Sasthi Dolls, Coonoor

The clay dolls of Kunoor in North Dinajpur are one of their kind! These red, hand-pressed crude dolls made of terracotta (fired clay), are mostly figures of the mother and son. Though the locals prefer to classify them as 'Shasthi Dolls', they differ from their counterparts made in other parts of West Bengal. The mother here symbolizes a worker, carrying a basket on her head and the son in her lap. A few dolls have the kids on their backs, similar to the women working in tea gardens. These dolls are made by Malati Roy.

# ষষ্ঠী পুতুল, কুনুর

উত্তর দিনাজপুর জেলার কুনুরের মাটির পুতুলগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লালবর্ণের আদিমতার ধারা যুক্ত পোড়ামাটির হাতে টেপা এই পুতুলের বেশিরভাগটাই হল মা ও ছেলে। স্থানীয়ভাবে এদের ষষ্ঠীপুতুল বলা হলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের ষষ্ঠীপুতুলের সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে। এই পুতুলের মা যেন শ্রমজীবির মহিলার প্রতিরূপ। কোলে ছেলে থাকলেও তার মাথায় থাকে ঝাঁকা। আবার অনেক সময় মায়ের পিঠে ছেলে বাঁধা থাকে ঠিক যেমনটি দেখা যায় চা বাগানে কর্মরত মহিলাদের ক্ষেত্রে। এই পুতুলের শিল্পী মালতী রায়।

# Magic Lamp, Coonoor

These beautiful kerosene lamps come in the shape of a horse or elephant, fish, peacock, tortoise, etc. The structure of the lamp prevents the oil from flowing out. The wick is held in the mouth of the doll. The dolls are intricately painted. The modern day artisans of Kunoor are coming up with contemporary utility items like pen stands in the shape of Ganesha. These dolls are manufactured by Shambhu Roy.

# আশ্চর্য্য প্রদীপ, কুনুর

কুনুরের শিল্পীরা আর একটি বিশেষ পুতুল তৈরি করেন এর নাম ম্যাজিক ল্যাম্প(আশ্চর্য্য প্রদীপ) । মাছ, হাতি, ময়ূর, কচ্ছপ ইত্যাদি নানা জীবজন্তুর আকৃতির এই পুতুলটি আদতে কেরোসিনের বাতিদান । পুতুলগুলোর নীচের ছিদ্র দিয়ে তেল ঢালা হলেও নির্মাণ পদ্ধতির জন্য সে তেল আর বাইরে বের হতে পারে না । পুতুলের মুখের কাছের ছিদ্রটিতে সলতে দেওয়ার জায়গা । এই পুতুলগুলোর অলংকরণ অত্যন্ত শিল্প সুষমামণ্ডিত । সাম্প্রতিককালে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কুনুরের শিল্পীরা গণেশের পেনদানি ইত্যাদি তৈরি করছেন । এই পুতুলের শিল্পী শম্ভু রায় ।

# Clay Dolls, Joynagar-Majilpur

A special variety of coloured, fired-clay dolls are manufactured in the regions of Joynagar-Majilpur of South 24 Parganas. At present, Shambhu Das, grandson of artist Manmath Das, is the sole representative of this genre of doll making. The range of characters depicted includes local deities like Ban Bibi, Bara Thakur, Dakshin Roy alongside Ahlad-Ahladi, girl with a pitcher on the waist, etc.

# মাটির পুতুল, জয়নগর–মজিলপুর

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর–মজিলপুরে বিশেষ ধরনের পোড়ামাটির রঙিন পুতুল তৈরি হয় । শিল্পী মন্মথ দাসের পৌত্র শম্ভু দাস বর্তমানে এই ঘরানার একমাত্র শিল্পী । স্থানীয় লৌকিক দেবদেবী বনবিবি, বারা ঠাকুর, দক্ষিণ রায়ের পাশাপাশি আহ্লাদ আহ্লাদী, কলশি কাঁধে মেয়ে প্রভৃতি নানা ধরনের পুতুল এইখানে তৈরি হয় ।

# Wheeled Dolls, Haroa & Howrah

Haroa in North 24 Pargana's is where these eye-catching wheeled dolls are made. The toys made here primarily include the fired-clay wheeled bullock-carts, cars, boats, horsemen, etc. Shathi dolls and horse-elephants for make-a-wish ceremonies are also made. The simple color scheme is soothing to the eyes. The dolls are given a coat of chalk dust before being painted in stripes of red, yellow and blue. A few such wheeled dolls have been discovered from the excavation sites of Berachapa-Chandraketugarh. These dolls are made by Tarubala Pal.

Wheeled boats and palanquins are also made in the Jagatballabhpur region of Howrah by women belonging to the potter community. These dolls are also baked and coated with chalk dust before being dyed in red, green, blue and yellow. The manufacturer of the dolls at Howrah is Prabir Pal.

# চাকা লাগানো পুতুল, হাড়োয়া এবং হাওড়া

উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া নজরকাড়া চাকা লাগানো পুতুলের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র । এখানে মূলত চাকা লাগানো পোড়ামাটির গোরুর গাড়ি, মটরগাড়ি, নৌকা, ঘোড়সওয়ার এমন নানা আকর্ষণীয় পুতুল নির্মাণ করা হয় । এর পাশাপাশি তৈরি হয় মানতের হাতিঘোড়া, ষষ্ঠী পুতুল ইত্যাদি । এই পুতুলের রং খুব সাদামাটা হলেও তা বেশ চিত্তাকর্ষক । সাধারণত খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে তার ওপর লাল, হলুদ, নীল রং দিয়ে ডোরাকাটা অলংকরণ করা হয় । বেড়াচাঁপা–চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে বেশ কিছু চাকা লাগানো পুতুল আবিষ্কার হয়েছে । এইদিক থেকে বলতে গেলে এইসব পুতুলগুলোকে কালাতীত টেরাকোটা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পুতুলগুলির শিল্পী তরুবালা পাল ।

হাওড়ার জগদবল্লভপুর অঞ্চলেও চাকা লাগানো নৌকা, পালকি ইত্যাদি তৈরি হয় । কুম্ভকার পরিবারের মহিলারাই এগুলো করেন । এগুলোও পোড়ানোর পর খড়িমাটির প্রলেপ লাগিয়ে তার ওপর লাল, সবুজ, নীল, হলুদ রং দিয়ে অলংকরণ করা হয় । হাওড়ার পুতুলের শিল্পী প্রবীর পাল ।

# Tusu Dolls, Bankura

The Tusu festival is celebrated during Poush Sankranti, in the border districts of Bankura and Purulia in West Bengal. Throughout the month, women pray to the Goddess Tusu all night long. The immersion of the Tusu takes place in the early hours during Makar or Poush months. Clay statues of Tusu have been common for a very long time. These statues resemble the bridal dolls of Natungram. Tusu dolls are decorated with colourful paper. Modern figurines are also made. The Tusu dolls are made by Bholanath Sutradhar

# টুসু পুতুল, বাঁকুড়া

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় পৌষসংক্রান্তিতে টুসু পরব হয় । এক মাস ব্যাপী মেয়েরা রাতের বেলায় শস্যপূর্ণ টুসু খোলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করে । গানই এ পুজোর মন্ত্র । মকর বা পৌষ সংক্রান্তিতে কাকভোরে হয় টুসু ভাসান । প্রতীকি টুসু খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাটির টুসু মূর্তিও তৈরি হয় । টুসু মূর্তির আদল অনেকটা নতুন গ্রামের বউপুতুলের মতো । এতে রঙিন কাগজের অলংকরণ করা হয় । বর্তমানে অনেক আধুনিক মূর্তিও তৈরি হচ্ছে । এই পুতুলের শিল্পীর নাম ভোলানাথ সূত্রধর ।

# Clay Dolls, Krishnanagar

The potters of Ghurni region in Nadia's Krishnanagar have earned international fame from these life-like dolls. The community changed from making traditional dolls to this kind because of royal patronage. These are far more expensive than ordinary clay dolls. The baul couple, farmer, blacksmith, vegetable seller, tribal couple and tanner are a few in a lengthy list of such realistic dolls. Recently, the artisan community here has started to experiment with their art form. Their fancy home décor items best exemplify this. These dolls are made by Pranab Biswas

# মাটির পুতুল, কৃষ্ণনগর

নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ঘূর্ণী অঞ্চলের কুম্ভকার সম্প্রদায় বাস্তবসম্মত পুতুল নির্মাণের জন্য বিখ্যাত । রাজানুগ্রহে এঁরা প্রথাগত পুতুল নির্মাণ থেকে সরে এসে এই নতুন ধারার পুতুল নির্মাণ সুরু করেন । সাধারণ মাটির পুতুলের তুলনায় এঁদের পুতুলের ক্রয়মূল্য অনেকটাই বেশি । বাউল বাউলানি কৃষক, কামার, সবজিওয়ালি, আদিবাসী দম্পতি, চর্মকার এমনি নানা মূর্তি এরা বহুকাল থেকেই নির্মাণ করেন । সম্প্রতি এই শিল্পীরাও তাঁদের শিল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন । ঘর সাজানোর শৌখিন দ্রব্য যার অন্যতম উদাহরণ । এই পুতুলের শিল্পী প্রণব বিশ্বাস ।

# Diwali Dolls, Medinipur

The prime attraction of Diwali is the magnificent display of lights. Lamps are lit in every household to chase away evil and welcome prosperity. The Diwali dolls represent wealth. These dolls are made exclusively in the districts of Midnapore as well as Purulia. The lower portion of these dolls, with the *ghagra* (long skirt), is hand-crafted with the help of a clay wheel. The moulded upper part, the torso is then fixed to it. The hand-made clay limbs are fixed to the doll along with its round girdle that has numerous lamps attached to it. Apart from these traditional models, contemporary Diwali dolls are also manufactured in West Midnapore, with kerosene bottles shaped as hands. A variety of Diwali dolls are available at the Mirzabazar fair. These clay dolls are layered with chalk dust after baking. The lower part of the body is given a pink, blue or red tint followed by intricate floral patterns. The facial and other bodily features are painted likewise. Diwali dolls in the form of animals, birds and deities are quite common in Mirzabazar.

# দীপলক্ষ্মী বা দেওয়ালি পুতুল, মেদিনীপুর

দেওয়ালি উৎসবের মূল আকর্ষণ হল আলোকসজ্জা । অশুভের বিনাশ এবং সম্পদের বৃদ্ধির জন্য গৃহস্থ দেওয়ালিতে প্রদীপ জ্বালায় । দীপলক্ষ্মী বা দেওয়ালি পুতুল হল সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক । দুই মেদিনীপুর ও পুরুলিয়াতে এই পুতুলগুলো তৈরি হয় । পুতুলের নীচের ঘাঘরার মতো অংশটি হয় চাকে । যার সঙ্গে ওপরের ছাঁচে তোলা মুখের অংশটি যুক্ত করে দেহটি সম্পূর্ণ করা হয় । এবার মাটি দিয়ে হাত তৈরি করে জুড়ে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোলাকার বেষ্টনীর গায়ে অসংখ্য প্রদীপ লাগিয়ে দেওয়া হয় । এই সাবেকী পুতুল ছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুরে একটু অন্যরকমের দেওয়ালি পুতুল হয় যার দুটি হাতে দেওয়া হয় কেরোসিনের কুপি । এই জেলার মির্জাবাজারে নানা ধরনের দেওয়ালি পুতুল পাওয়া যায় । পোড়ানোর পর এতে খড়মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় । নীচের ঘাঘরার অংশটি লাল, গোলাপি, নীল ইত্যাদি রং করে তাতে ফুল লতাপাতার নকশা করা হয় । দেহের ওপরের অংশ এবং চোখ মুখ ইত্যাদি যথাযথভাবে রং করা হয় । পশুপাখির নানা মূর্তি ও দেবদেবীর মূর্তির বিভিন্ন ধরনের দেওয়ালি পুতুল পাওয়া যায় মির্জাবাজারে।

# Manasa Ghat (Pot), Dakshindari

These pots look like pregnant women, representing popular female deities who are symbols of fertility. Barishal in East Bengal is known for such pots carrying the painted figure of the snake goddess Manasa. Post-partition, these artisans have settled down in both districts of 24 Parganas. These 'ghats' or pots are commonly visible at the time of Shravan Sankranti in Kolkata and nearby areas. These are made by Dakshindari artists Sunita Pal and Gurupada Pal.

# মনসা ঘট, দক্ষিণদাঁড়ি

মনসা ঘট হল গর্ভবতী নারীর প্রতীক। লৌকিক দেবীদের একই সঙ্গে ফসলের উর্বরতা ও প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের বরিশাল অঞ্চলে এমন এক বিশেষ ধরনের ঘটে সর্পদেবী মনসার প্রতিকৃতি আঁকা থাকে। দেশভাগের পর এইসব শিল্পীরা দুই চব্বিশ পরগনাতেই বসতি বিস্তার করে। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে মনসা পুজোর দু' এক দিন আগে থেকেই কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে এই ঘট দেখা যায়। মনসা ঘটের শিল্পী হলেন দক্ষিণদাঁড়ির সুনীতা পাল ও গুরুপদ পাল।

# Elephants and horses, Belia

The baked clay elephants and horses of Beliar are unique. The semi-circular ears and the diversity in the trunks of the elephants along with the long ears of horses undoubtedly set a different standard for these artefacts. On the other hand, the simplicity of the creations reflect the distinctive influence of folk art.

# হাতি ঘোড়া, বেলিয়া

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলিয়ার পোড়ামাটির হাতি ও ঘোড়ার এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে। হাতিগুলোর অর্ধগোলাকৃতি কান এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ শুঁড় এবং ঘোড়াগুলির লম্বাটে ধরনের কান এদের নিঃসন্দেহে এক ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। অন্যদিকে বাহুল্যবর্জিত সাদামাটা অলংকরণে বেলিয়ার শিল্পীদের কাজে লোকশিল্পের সহজ সরল ধারাটিই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

# Pressed Dolls, Howrah

The women belonging to the Kumbhakar family of Narendrapur, Howrah, make bride and bridegroom dolls with fired clay. These dolls are made with the hand pressure technique and sun dried before being baked. The bride-bridegroom dolls are similar to the Shasthi dolls. The female features of the bride are prominent with a bun on its head. The bridegroom has a conical face. The eyes on both these dolls are made from small clay dots which are then poked with a straw or thin stick to make holes. The bride gets a *tilak* on the forehead. They are mainly used as toys for entertaining kids. The women also make horses in a similar manner. These horses are dedicated to folk deities. The artist behind these bride-bridegroom and horse dolls is Bechi Pal.

# টেপা পুতুল, হাওড়া

হাওড়ার নরেন্দ্রপুর গ্রামে কুম্ভকার পরিবারের মহিলারা তৈরি করেন পোড়ামাটির বর–বউ ও ঘোড়া । পুতুলগুলো হাতে টিপে তৈরি করার পর রোদে শুকিয়ে ভাটিতে পোড়ানো হয় । বর–বউ পুতুল দেখতে অনেকটা ষষ্ঠী পুতুলের মতো । বউ পুতুলটির স্ত্রী অঙ্গ প্রকটিত এবং মাথার ওপরে খোঁপা বাঁধা । বর পুতুলটির মাথাটা শঙ্কু আকৃতির । দুটি পুতুলেরই ছোটো মাটির টিপ আলাদাভাবে লাগিয়ে কাঠি দিয়ে গর্ত করে চোখ তৈরি করা হয় । বউ পুতুলের কপালে তিলকের মতো দাগ টেনে টিপ পরানো হয় । বাচ্ছাদের খেলার জন্যই এগুলো তৈরি করা হয় ।

হাতি টেপা মাটির ঘোড়াগুলোতেও আলাদাভাবে মাটির চোখ আটকে দেওয়া হয় । এই ঘোড়াগুলি পির বা লোকদেবতার থানে উৎসর্গ করা হয় । বর–বউ ও ঘোড়া পুতুলের শিল্পী বেচি পাল ।

# Bonga elephants, Sandara

The Sandara region of Bankura is famous for its Bonga elephants. In the tribal inhabited district of Bankura, these elephants are dedicated to the Santhali deity Singh Bora at the place of Zaher. After making the model on a clay wheel, the artist hand-paints the doll. It is then sun dried and baked. The peculiar round shape of the Bonga elephants is its main attraction. Devidas Kumbhakar of Sandara is a renowned artist of this art form.

# বোঙা হাতি, স্যান্দড়া

বাঁকুড়া জেলার স্যান্দড়ার প্রসিদ্ধি বোঙা হাতির জন্য । আদিবাসী অধ্যুষিত বাঁকুড়া জেলায় এই হাতিটি উৎসর্গ করা হয় সাঁওতালদের দেবতা সিং বোঙার উদ্দেশ্যে জাহের থানে । চাকে তৈরি করার পর হাত দিয়ে শিল্পী নিপুণভাবে করেন অলংকরণ । এরপর রোদে শুকিয়ে ভাটিতে পোড়ানো হয় । বোঙা হাতি তার গোলাকার বিশেষ গড়নের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় । স্যান্দড়ার দেবীদাস কুম্ভকার বোঙা হাতির এক পারদর্শী শিল্পী ।

# Shiva head, Nabadwip

The ritualistic wedding of Shiva-Parvati takes place at the time of Basanti Puja, during the month of Chaitra, in Nabadwip, Nadia. The local kumbhakars (potters) make colourful busts of Shiva, known as Shiva masks, on this occasion. This moulded soft clay structure is sun dried before being coloured. The facial features are drawn on the white face of Shiva. Yellow Kalki flowers are painted on both ears and a golden crown (like that of a Bengali bridegroom) is placed on the head. This mask is taken door to door and the money thus collected is for wedding expenses. This is mostly done by the children. This mask of Shiva is a significant piece of folk art. The artist manufacturing these masks is Narayan Pal.

# শিবের মুখোশ, নবদ্বীপ

নদিয়া জেলার নবদ্বীপে চৈত্র–বৈশাখ মাসে বাসন্তী পুজোয় হয়  শিব–পার্বতীর বিয়ে । এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় কুম্ভকাররা তৈরি করেন শিবের রঙিন মুন্ডমূর্তি যা পরিচিত শিবের মুখোশ নামে । কাঁচামাটির এই মূর্তিটি ছাঁচে গড়ে নিয়ে রোদে শুকিয়ে নেবার পর রং করা হয় । শিবের সাদা রঙের মুখাবয়বে চোখ, নাক, কান আঁকা থাকে । মাথায় পরানো হয় সোনালি রঙের টোপরের মতো মুকুট । মুকুটে লাগানো থাকে ফণা যুক্ত সাপ । এই মুখোশটি চতুর্দোলায় বসিয়ে, বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে যে পয়সা পাওয়া যায় তাই দিয়ে শিবের বিয়ের আয়োজন করে স্থানীয় মানুষ, বিশেষ করে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা । বহুবর্ণশোভিত শিবের এই মুখোশটি লোকশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন । শিবের মুখোশের শিল্পী নারায়ণ পাল ।

# Wooden dolls

There was a time when wooden doll making was monopolized by the carpenter communities of Bengal. These dolls were earlier made in the districts of Howrah, Bankura, Purulia and West Midnapore, but is now restricted to places like Natungram, Daihat and Patuli in Burdwan. The dolls are carved from white teak wood and then coloured. Some of the popular dolls in this range are the owl, bride, mummy, king and queen, Radhakrishna, Gaur-Nitai, etc. Earlier, they were commonly available in Kalighat and Nabadwip for pilgrims and hence, came to be known as the dolls of Kalighat and Nabadwip. With constant experimentation, the artisan community of Natungram is coming up with utility and home décor products, including these dolls.

# কাঠের পুতুল

একসময় পশ্চিমবঙ্গের সূত্রধর পরিবারের মানুষই এই কাঠের পুতুল তৈরি করতেন। হাওড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই কাঠের পুতুল তৈরি হলেও বর্তমানে শুধুমাত্র বর্ধমান জেলায় নতুনগ্রাম, দাঁইহাট, পাটুলি ইত্যাদি অঞ্চলে এই পুতুল তৈরি হয়। গামার কাঠকে খোদাই করে দেওয়া হয় পুতুলের অবয়ব। এরপর তাতে রং করা হয়। নতুন গ্রামের বাহারি প্যাঁচার প্রসিদ্ধি বহুকাল থেকেই। এর পাশাপাশি বউ পুতুল বা মমি পুতুল, রাজা–রানি পুতুল, রাধাকৃষ্ণ, গৌর–নিতাই তৈরি হয়। একসময় কালীঘাট আর নবদ্বীপে বেশি পরিমাণে এই পুতুল পাওয়া যেত। তীর্থযাত্রীরা বাড়ি ফেরার পথে সংগ্রহ করতেন। তাই এই পুতুল কালীঘাট বা নবদ্বীপের পুতুল বলেও পরিচিত ছিল। বর্তমানে নতুন গ্রামের শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। বাহারি আসবাব ও ঘর সাজানোর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রি তৈরি করছেন এই পুতুলগুলো ব্যবহার করে।

# Wooden Doll, North 24 Pargans

Wooden dolls are also crafted in and around Kolkata. The faces of these dolls are made of wood whereas the rest of the body is made from cloth. Radha-Krishna, the bride-bridegroom, and the baul couple are some of the significant artifacts of this region. The creator of these dolls is Samar Ghosh.

# কাঠের পুতুল, উত্তর ২৪ পরগণা

কাঠের কিছু শৌখিন পুতুল তৈরি হয় কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলে । এই পুতুলগুলোর মুখটা কাঠের হয় । কাপড় দিয়ে হাত ও দেহের অন্যান্য অংশ তৈরি করা হয় কাপড় দিয়ে । রাধাকৃষ্ণ, বর–বৌ–বাউল–বাউলানি এই ধরনের পুতুল এভাবে তৈরি হয় । এই পুতুলের শিল্পী সমর ঘোষ ।

# Wooden Dolls, Natungram

Natungram in Burdwan district is famous for its wooden dolls. These are crafted by the local carpenter community. The most popular are the owl, bride, king and queen, Gaur-Nitai, Shiva, Kali and Durga, all carved from the wood of the White Teak tree. The attractive wooden owl is a special attraction of Natungram. Originally used for worshipping Goddess Lakshmi, it is now an artifact of global repute. These dolls were also sold in the Kalighat region of Kolkata. Earlier, they were painted with herbal colours. But now modern chemical dyes are also used. The artist of these owls is Manik Sutradhar.

# কাঠের পুতুল, নতুন গ্রাম

বর্ধমানের নতুন গ্রামের প্রসিদ্ধি কাঠের পুতুলের জন্য। স্থানীয় সূত্রধর সম্প্রদায়ের মানুষেরাই এই পুতুলের নির্মাতা। গামার গাছের কাঠ খোদাই করে প্যাঁচা, বউপুতুল, রাজারানি, গৌর-নিতাই, শিব, কালি, দুর্গা-এইরকম বিভিন্ন ধরনের পুতুল তৈরি করা হয়। একসময় ভেষজ রং ব্যবহার করে পুতুলগুলো অলংকরণ করা হত। বর্তমানে এসেছে বাজারি রং। বাহারি কাঠের প্যাঁচার জন্যই নতুন গ্রামের বিশেষ পরিচিতি। লক্ষ্মীপুজোয় ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এই প্যাঁচার কদর আন্তর্জাতিক স্তরেও পৌঁছে গিয়েছে। একসময় কলকাতার কালীঘাটেও এই পুতুল যথেষ্ট বিক্রি হত। নতুন গ্রামের পুতুল নির্মাতারা বর্তমানে তাঁদের শিল্প নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এই শিল্পীর নাম মানিক সূত্রধর।

# Other Dolls

# অন্যান্য পুতুল

# Jute Dolls, Murshidabad

Bengal jute has been a fibre in demand for making items ranging from apparels to home décor and furnishing. Jute dolls are one such sought after object. Jute dolls have been in existence for a considerable period of time, though a sea change has been observed in the technique for the past 5-6 years. Dolls are being made from attractively dyed jute fibre. The rural women of Murshidabad is proficient in this art form. Apart from dolls of girls with braided hair, birds and animals, routine items like key rings, bags, rags and home décor products are also being given a touch of the golden fiber these days. These jute dolls have been made by Rasina Bewa.

# পাটের পুতুল, মুর্শিদাবাদ

বাংলার পাট থেকে নানা বস্তু নির্মিত হয় যার মধ্যে অন্যতম হল পাটের তৈরি পুতুল । পাটের তন্তু থেকে বহুদিন আগে থেকেই ছোটো ছোটো পুতুল তৈরি হতো । কিন্তু বিগত পাঁচ–ছয় বছর যাবৎ এই পুতুল নির্মাণ পদ্ধতিতে এসেছে পরিবর্তন । পাটের তন্তুগুলো নানা রঙে রাঙিয়ে তার থেকে বিভিন্ন মাপের সুন্দর পুতুল তৈরি হচ্ছে । মূলত মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ মহিলারাই এই ধরনের পুতুল নির্মাণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । দু'পাশে বেনী করা মেয়ে পুতুল ছাড়াও নানা পশুপাখির মূর্তিও তৈরি করা হচ্ছে । দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস যেমন চাবির রিং, ঘর সাজানোর সামগ্রী, ব্যাগ, পাপোশ ইত্যাদিতে এই ধরনের নজরকাড়া প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । এই পুতুলের শিল্পী রাসিনা বেওয়া ।

# Cloth Dolls, North 24 Parganas

The older women in Bengali families used to make dolls by stitching pieces of old fabrics together. Various attractive dolls like wedding couple, Baul couple, an Englishman with his lady are in demand.

# কাপড়ের পুতুল, উত্তর ২৪ পরগণা

পুরনো কাপড়কে সুতো দিয়ে বেঁধে বেঁধে পরিবারের বয়স্ক মহিলারা পুতুল তৈরি করতেন। বর্তমানে একই পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক শিল্পরীতির মেলবন্ধনে নানা আকর্ষণীয় পুতুল তৈরি হচ্ছে। যেমন বর-বউ, সাহেব মেম, বাউল ইত্যাদি।

# Dancing Doll, Medinipur

The braided or Beni doll artists of the village of Padmatmali in East Midnapore was known to beg for money by performing the Beni puppet dance. The dolls made from bamboo and palm seeds were cleverly made to dance to the songs they sung. With time, the production process of these Beni dolls has changed to a great extent. The head is made of clay while the arms are wooden with strings of bells tied to them. These are dressed according to the characters they represent. The dolls are fixed on bamboo sticks with threads. The lower ends of the sticks have holes for the puppeteer to slide his finger in and pull the threads, making the doll dance. Since the fingers are covered by the skirts of the dolls, the dolls seem to have a life of their own. The craftsman behind these dolls is Rampada Ghorui.

# বেণী পুতুল, মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুরের পদ্মতমালি গ্রাম বর্তমানে বেনীপুতুল নাচের শিল্পীদের বাসস্থান । একসময় তালের আঁটি আর বাঁশ দিয়ে এই পুতুল তৈরি করে গাঁয়ে গাঁয়ে সওদা করে বেড়াতেন শিল্পীরা । হাতের কৌশলে নাচাতেন পুতুল । গাইতেন গান । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুতুল নির্মানে এসেছে পরিবর্তন । এখন এই পুতুলের মুখ হয় মাটির আর হাত দুটো হয় কাঠের । তাতে বাঁধা হয় ঘুঙুর । চরিত্র অনুযায়ী পুতুলের সাজপোশাক হয় । দু'হাতে পুতুল ধরে হাতের কৌশলে তাকে নাচান শিল্পী সঙ্গে চলে গান । পুতুলের মাথা ও হাত একটা বাঁশের দন্ডে সুতো দিয়ে জুড়ে তাতে পোশাক পরানো হয় । বাঁশের দন্ডের নীচে থাকে কয়েকটি ছিদ্র । এতে আঙুল গালিয়ে সুতোয় টান দিয়ে পুতুল নাচান শিল্পীরা । হাতের আঙুল পুতুলের পোশাক দিয়ে ঢাকা থাকে । তাই দর্শক শ্রোতারা মনে করেন পুতুল যেন আপনিই নড়াচড়া করছে । বেনীপুতুলের এই কৃৎকৌশল লোকপ্রযুক্তির এক সার্থক উদাহরণ । বেণী পুতুলের শিল্পী রামপদ ঘোড়ই ।

# Palm leaf Dolls, Burdwan

The soldier made of palm leaf had a unique appeal for kids. This toy with its flinging limbs used to be a special attraction for all ages in fairs. Though a dying art, it is not completely forgotten yet. These dolls are made by cutting a palm leaf in the shape of parts of a human body and then attaching them with threads. When the bamboo stick fixed at the back is rotated, the doll tosses its hands and legs in the air. Madan Dutta of Burdwan is one of the few artists excelling in this art. He has created a unique 'Saheb O Mem' doll – a palm leaf doll that has a man on one side and a woman on the other. The latest addition to his collection is a series on animals.

# তালপাতার পুতুল, বর্ধমান

তালপাতার সিপাই পুতুলটি ছিল শিশুদের এক চিত্তাকর্ষক খেলনা। প্রতিটি মেলার হাত–পা ছোঁড়া এই পুতুলটি অবাক বিস্ময়ে মানুষ উপভোগ করত। বর্তমানে এর চল খুব কমে এলেও এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। তালপাতাকে কেটে কেটে মানুষের দেহের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বানিয়ে তাকে সুতো দিয়ে জোড়া হয়। এর ভিতর বাঁশের কঞ্চি এমনভাবে আটকানো হয় যাতে এটি ঘোরালেই পুতুলটির হাত পা নড়তে থাকে। বর্ধমান জেলার মদন দত্ত এই তালপাতার পুতুলের একজন শিল্পী। এই শিল্প নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা করছেন। তাঁর পুতুলের একদিকে পুরুষ অন্যদিকে নারীমূর্তি। যাকে তিনি বলেন সাহেব ও মেম। বর্তমানে জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতিও তিনি তৈরি করছেন।

# Shellac Dolls, Medinipur

Panchrol, Pashchimsai and Pratapdighi of East Midnapore were, at a point of time, renowned centres for shellac dolls. At present, Brindaban Chanda of Pashchimsai village is the only one making these dolls. The primary structure is made with hand-pressed soil gathered from white ant hills. This is then sun-dried and baked. This fired clay doll is layered with shellac colour. The formula for making this colour is a complicated one. To begin with, shellac is mixed with paint. This mixture is then heated to make thin shellac sticks. The clay dolls are then warmed up in charcoal fire and shellac is applied. This is then topped up by the shellac sticks. Animals, pendants, Goddess Manasa, and Shasthi dolls are some of the popular shellac items.

# গালার পুতুল, মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁচরোল, পশ্চিমসাঁই ও প্রতাপদিঘী একসময় গালার পুতুলের জন্য খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে পশ্চিমসাঁই গ্রামের বৃন্দাবন চন্দই এই কাজের একমাত্র শিল্পী। উইঢিবির মাটি দিয়ে হাতে টিপে কাঙ্খিত পুতুলটির অবয়ব তৈরি করে রোদে শুকনো হয়। এরপর ভাটিতে দেওয়া হয় পোড়ানোর জন্য। পোড়ামাটির এই পুতুল এবার গালা দিয়ে রং করা হয়। গালার রং তৈরির পদ্ধতি বেশ জটিল। প্রথমে গালা ও রং মিশিয়ে দন্ড তৈরি করা হয়। এই দন্ডটি উত্তপ্ত করে পরবর্তী অলংকরণের জন্য সরু সরু গালার সুতো তৈরি করা হয়। কাঠকয়লার আগুনে পোড়ামাটির পুতুলগুলো কিছুটা গরম করে নিয়ে গালার দন্ড থেকে গালা লাগানো হয়। এরপর গালার সরু সুতো দিয়ে করা হয় নানা রকম অলংকরণ। নানা জীবজন্তু, মনসা, ষষ্ঠীপুতুল, লকেট ইত্যাদি তৈরি করেন শিল্পী। বর্তমানে গালা এবং রং কেনা হয় বাজার থেকে।

# Metallic Dolls

In Bengal, the casted brass art pieces by the nomadic craftsmen community have been in vogue since ages. This primitive process of metal casting has been technically termed as the lost wax process. The brass figurine is polished with cow dung for an enhanced shine, though the modern artisans prefer an acid polish. These artists also create models of various animals, birds, tribal people, contemporary characters, Lakshmi pots, jewelry boxes, and masquerades and so on. These are artifacts of international acclaim. The Kansari community of Nabadwip, in Nadia, is famous for manufacturing exclusive brass statues of the deities.

# ধাতুর পুতুল

বহুকাল থেকেই বাংলায় আদিম পদ্ধতির মোমছাঁচলোপী পিতল ঢালাই শিল্প শিল্পের প্রচলন ছিল । পিতলের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য গোবর ব্যবহার করা হয় । বর্তমানে শিল্পীরা অ্যাসিড ব্যবহার করেন । শিল্পীরা দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও পশু, পাখি, আদিবাসী ও নানা ধরনের আধুনিক যুগোপযুগী মূর্তি তৈরি করেন । এ ছাড়া লক্ষ্মীর ঝাঁপি, গয়নার বাক্স, মুখোশ ইত্যাদিও বানান । এই শিল্পের আন্তর্জাতিক কদর রয়েছে । নদিয়ার নবদ্বীপে কাঁসারি সম্প্রদায় শুধুমাত্র পিতল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর নানা আকারের মূর্তি তৈরি করেন ।

biswa bangla
where the world meets bengal

Dolls have been customarily crafted for religious purposes, believed to possess spiritual, magical and ritual value. This is evident from discoveries made from excavations in the Sindhu Valley. Potter communities nestling around these excavation sites still make such dolls and it can be safely assumed that these modern-day fired clay dolls are the descendants of India's ancient terracotta art.

In addition to clay, artisans also create colourful dolls made of wood, metal, sponge wood, palm leaf, jute, etc. Urbanization has slowed down the pace of doll-making, but it has not been able to bring it to a halt. From fair-grounds to modern showrooms, the year-round bustle is enough to warm the hearts of these artisans. Their meagre income might not be sufficient for sustenance, but these craftsmen hold up to the art, out of sheer dedication and love.

Biswa Bangla brings you a unique collection of the dolls of Bengal that spans the entire State. They are either crude and rudimentary as well as elaborate art. All these dolls are available at Biswa Bangla showrooms at Kolkata Airport, Dakshinapan in Kolkata, Biswa Bangla Haat at Rajarhat, Bagdogra Airport, Darjeeling, and New Delhi.

www.biswabangla.in

Visit us on